৬

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 JUN 1993
পৃষ্ঠা ... ১৫ ... কলাম ... ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন মিছিল (২৩শে মে' ৯৩) -ইত্তেফাক

ছাত্র-ছাত্রীদের অভিমত

সমাবর্তন চাই

শিক্ষাশেষে কার না মন চায় আনুষ্ঠানিকভাবে সার্টিফিকেট নেবার। চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর সম্মানিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে নাম উচ্চারিত হবে। গর্বের ভঙ্গিতে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে শিক্ষার্থী উঠে যাবেন মঞ্চে। চ্যান্সেলর তার হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেবেন। একি একজন শিক্ষার্থীর জন্য কম পাওয়া? কে না চায় এই বিরল মুহূর্তের মুখোমুখি হতে। এটা কোন স্বপ্ন নয়, অবাস্তবও কিছু নয়। অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় প্রতি বছর এই ধরনের অনুষ্ঠান হয়েছে। শিক্ষা জীবনশেষে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে সার্টিফিকেট নিয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা। খুব বেশীদিনের কথা নয় আজ থেকে ২৩ বছর পূর্বে ১৯৭০ সালে সার্টিফিকেট বিতরণের জন্য একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এর পর ১৯৭৪ সালে একটি বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হল মাত্র কয়েকদিন আগে ২৩শে মে রবিবার। সাম্প্রতিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানটির পর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি জিজ্ঞাসা সম্প্রসারিত হতে শুরু করছে। তা হলো- 'শিক্ষাশেষে আমরা কি সমাবর্তন অনুষ্ঠান পাবো না?'

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয় ১৯২৩ সালে। ৭২ বছরের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ যাবৎ মোট ৪২টি সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৭০ সালের আগে ২/৩ বছরের ব্যবধানে হলেও অনুষ্ঠানটি ছিল নিয়মিত। দেশ স্বাধীনের পর এটি নিয়মিত সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে হয়েছে তার উল্টো। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের মাঝে সমাবর্তন নামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটির স্মৃতি এখন ঝাপসা। তরুণ-তরুণীদের কাছে তো এটি অপরিচিত বিষয়। সময়ের বিবর্তনে পরিবেশ বদলায়, নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় মানুষ। কিন্তু সুন্দর অহংকারের মুহূর্তগুলোকে মানুষ কখনও বর্জন করে না। উচ্চ শিক্ষার কি আছে এখন? কোন্ আশায় ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার প্রতি মনোযোগী হবে? শিক্ষাশেষের সময়কাল অত্যন্ত বিস্তৃত। ভর্তি হওয়ার পর ঠিক কত বছর পর শিক্ষা সমাপ্ত হবে আগেভাগে কখনই বলা যায় না। আবার পাস করার পর চাকুরী পাবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। যাদের টাকা আছে তারা যাচ্ছে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে। অসহায় যারা তারা পড়ে থাকছে দেশের মাটিতে। হতাশা, যন্ত্রণা আর কষ্টের সাথে লড়াই করছে প্রতিদিন। না, এই ব্যাপারে কারও তেমন কোন মাথাব্যথা নেই। অথচ সকল সংকটে তরুণদেরকেই প্রয়োজন হয়। ইতিহাসের দিকে তাকালেই প্রমাণ মেলে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল প্রেরণা শক্তি ছিল ছাত্র তরুণ সমাজ। আন্দোলন শেষ। তরুণদের ফিরে যেতে বলা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন নিয়ে কেউ তেমন একটা ভাবেননি।

একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে, নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা দেবে, নির্দিষ্ট সময়েই তার পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়ে যাবে, তারপর সে ঢুকে যাবে কর্মক্ষেত্রে। এটাই তো নিয়ম হওয়া উচিত। এক সময় ছিল যখন কিছুটা হলেও এই নিয়ম মানা হত। বর্তমান সময়ে কি দেখছি আমরা। রীতিমত লড়াই করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর প্রহর গুণতে থাকা কবে কোন্ দিন শিক্ষাজীবন শেষ হবে। ক্লাস শুরু হতে বিলম্ব, শেষ হতে বিলম্ব। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হতে সময় লাগে এক থেকে দেড় বছর। এ যেন কানা মাছি ভোঁ-ভোঁ খেলা। চোখ বেঁধে দিয়ে লুকিয়ে থাকা। আমার কি, আমি তো দেখতে পাচ্ছি। তুমি ক্যাটা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে থাকো।

দেশে অসংখ্য রাজনৈতিক দল রয়েছে। ছাত্র সংগঠনও অসংখ্য। এক নিঃশ্বাসে নাম বলে শেষ করা যাবে না। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী রয়েছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের সুখময় শিক্ষাজীবন গড়ার জন্য অনেকেরই কোন বক্তব্য নেই সেশন জটের কারণে এক-একটি ছাত্র আদু ভাই হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। চাকুরী পাচ্ছে না। হতাশা আর যন্ত্রণার সাগরে ডুবে যাচ্ছে কেউ কেউ। কারও যেন কোন মাথা ব্যথা নেই। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২/২৩ বছর ধরে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয় না। এখন কোন বিষয়ই না। কেন হচ্ছে না, এই প্রশ্নও কেউ তোলেননি। ফলে ৬/৭ বছর ডাইনিং হলের ডাল জাতীয় পানি, অরুচিকর খাবার খেয়ে, প্রতি মুহূর্তে সন্ত্রাসের আতংকে কাটিয়ে একজন ছাত্র-ছাত্রী যখন এমএ বা এমএসসি পাস করে তখন তার আর কোন উৎসাহ থাকে না। যদিও বা থাকে তা ক্ষয় হয়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট সেকশনে সার্টিফিকেট তুলতে গেলে। সার্টিফিকেট সেকশনের নিয়ম-কানুনই আলাদা। ভাবটা এমন শুধু করুণা করেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সার্টিফিকেট দিচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের দৌড়াদৌড়ির অন্ত নেই। নিজের অর্জিত সার্টিফিকেট তুলবো তাতেও জোগাড়। প্রোভোস্টের সই চাই। এখানে দৌড়াও, ওখানে দৌড়াও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা বললেন, আমরাও সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করছি। কিন্তু অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে তা সম্পন্ন করা যাবে নির্বিঘ্নে? অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। সমাবর্তনে প্রেসিডেন্ট অথবা তার মনোনীত ব্যক্তিই আসার অধিকার রাখবেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ রক্ষার কথাও বলবো, আবার তা মানতে চাইবো না এভাবে চললে কোনদিনই আমাদের মঙ্গল হবে না।

> ১৯৭০ সালের আগে ২/৩ বছরের ব্যবধানে হলেও অনুষ্ঠানটি ছিল নিয়মিত। দেশ স্বাধীনের পর এটি নিয়মিত সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে হয়েছে তার উল্টো। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের মাঝে সমাবর্তন নামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটির স্মৃতি এখন ঝাপসা।

মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের আবাসিক ছাত্র রবিউল ইসলাম রবি বলেন, শিক্ষাশেষে আমরা সমাবর্তন অনুষ্ঠান চাই। আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

রোকেয়া হলের আবাসিক বাসিন্দা নাছরিন আক্তার রুনা বললেন, সমাবর্তন অনুষ্ঠানের শুধু নামই শুনে আসছি। অথচ এর কার্যক্রম দেখতে পাচ্ছি না। শিক্ষাশেষে একজন ছাত্র অথবা ছাত্রী আনুষ্ঠানিক-ভাবে চ্যান্সেলর/ভাইস চ্যান্সেলরের মাধ্যমে সার্টিফিকেট গ্রহণ করবে, এটা কি কম গর্বের বিষয়? বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু করা।

জগন্নাথ হলের আবাসিক বাসিন্দা পার্থ সারথী দাস দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব দিক দিয়ে সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সাম্প্রতিক সময়ে এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হচ্ছে না। বাড়ির পাশেই বুয়েটে প্রতি বছর সমাবর্তন অনুষ্ঠান হচ্ছে অথচ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের কোন খবর নেই। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের শুভ দৃষ্টি কামনা করছি।

ফজলুল হক হলের আবাসিক বাসিন্দা রেজাউল হক বললেন, সমাবর্তন অনুষ্ঠান এখন শুধুই স্মৃতি। আমার সার্টিফিকেট আমি সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিতে চাই।

সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র জাহিদ রহমান বললেন, সমাবর্তন অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের একটি অঙ্গ। শিক্ষাশেষে গাউন পড়ে চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলরের সামনে দাঁড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে কার না ভালো লাগবে? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত এই অনুষ্ঠান নিয়মিত সম্পন্ন করা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডার প্রকাশ করবেন। এই ক্যালেন্ডারে ক্লাস শুরু, ক্লাস শেষ, পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষার ফল প্রকাশসহ সাংস্কৃতিক অন্যান্য কর্মকান্ডের নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। ক্যালেন্ডারে সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও একটি তারিখ নির্ধারণ করা হবে।

ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ বললেন, অত্যন্ত আশা ভরসা নিয়ে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের পর আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্যালেন্ডার প্রকাশ করতে যাচ্ছি। আমরা অনেকগুলো প্রত্যাশার কথা ক্যালেন্ডারে উল্লেখ করেছি। সমাবর্তনেরও তারিখ নির্ধারণ করা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকলেই কেবলমাত্র ক্যালেন্ডার মেনে চলা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেশের মঙ্গলের জন্য সবাই আমাদেরকে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন।

☐ রেজানুর রহমান